ফলোআপ

ভিপি মুকুলের পতন

লিখেছেন **ইমরোজ বিন মশিউর**

মুন্সিগঞ্জ শহর বিএনপি'র দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে দলীয় কাউন্সিলররা প্রত্যাখ্যান করেছেন কমিশনার তারিক কাশেম খান মুকুল ওরফে ভিপি মুকুলকে। গত পনের বছর ধরে রাজনৈতিক শেল্টারে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠা ত্রাস ভিপি মুকুলের এই ধরাশায়ী হবার ঘটনায় কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে মুন্সীগঞ্জ সদরে।

ইতিপূর্বে গঠিত কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক ছিল মুন্সীগঞ্জ সদর থানার তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী ও ১ নং ওয়ার্ড কমিশনার ভিপি মুকুল। গত ৩ এপ্রিল কমিটি ভেঙে দেয়া হয়। এরপর প্রথমবারের মতো সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে মুন্সীগঞ্জ শহর বিএনপির নতুন কমিটি গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। সে মোতাবেক সভাপতি পদে ৪ জন, সাধারণ সম্পাদক পদে ৪ জন এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। এর মধ্যে সন্ত্রাসী ভিপি মুকুল সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়।

শুরু হয় জমজমাট প্রচারণা। এ সময় সাপ্তাহিক ২০০০-এর ১৭ ডিসেম্বর ২০০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 'মুন্সীগঞ্জের ত্রাস ভিপি মুকুল' শীর্ষক প্রতিবেদনটি আবারও আলোচনায় আসে। ভিপি মুকুলের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ও ৮ নং ওয়ার্ড কমিশনার শহীদুল ইসলামের লোকজন ঐ প্রতিবেদনটির ফটোকপি গোপনে পৌঁছে দেয় মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে, ৪৫৬ জন দলীয় কাউন্সিলরের হাতে হাতে। অবশেষে গত ১৪ এপ্রিল মুন্সীগঞ্জ সদর বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ফলাফল ঘোষণা হলে দেখা যায় ভিপি মুকুল পেয়েছে ১১৪ ভোট। আর তার দ্বিগুণ (২৩৬) ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয় শহীদ কমিশনার। অবশ্য শহীদ কমিশনার এবং তার ভাই সুলতানের বিরুদ্ধেও মুন্সিগঞ্জে সন্ত্রাসের ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। মূলত অনন্যোপায় হয়ে বিএনপির কাউন্সিলররা তাকে মন্দের ভালো হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

ফাইলবন্দি

মিয়া শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট

মন্ত্রণালয়ে চাপা পড়ে আছে মিয়া শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট। এ ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করেছেন স্বয়ং কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়াও।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারের আমলে ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনসহ মোট ৮ বার কমিশন গঠন করা হয়েছিল। প্রতিটি কমিশনই রিপোর্ট পেশ করেছিল। অথচ কোনো কমিশনের রিপোর্টই পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। এমনকি কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কি কি প্রস্তাব ছিল তাও সাধারণ মানুষ জানতে পারেনি। অথচ এক একটি কমিশন রিপোর্ট তৈরির নামে বিদেশ ভ্রমণ করে লাখ লাখ টাকা খরচ করেছে।

সর্বশেষ গত বছর ২০০৪ সালের ৩১ মার্চ মিয়া শিক্ষা কমিশন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, হস্তান্তরের সময় বড় মন্ত্রী, ছোটু মন্ত্রী (শিক্ষমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী) দু'জনই ছিলেন এবং তারা অতি দ্রুত এটি বাস্তবায়ন করবেন বলে জানিয়েছেন। অথচ এতদিনে, কোনো অগ্রগতিই দেখছি না। কমিশনের চেয়ারম্যান রিপোর্টটিকে বই আকারে প্রকাশ করে পাবলিক প্লেসে বিক্রির সুপারিশ করলেও সে বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অধ্যাপক মনিরুজ্জামান জানান,

> মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, রিপোর্ট বাস্তবায়ন কমিটি গত ১ বছরে একটি মাত্র মিটিং করেছিল এবং সেখানে বাস্তবায়নের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়াই মিটিং শেষ হয়েছিল। এরপর দীর্ঘদিন যাবৎ মিটিং হবে হবে করেও হচ্ছে না

'রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর আশসাবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়, যার সব সদস্য ছিলেন সরকারি আমলা। আমি অনুরোধ করেছিলাম সেখানে কয়েকজন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়োগদানের জন্য। কিন্তু আমার অনুরোধ রাখা হয়নি।' সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে আশসাবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, রিপোর্ট বাস্তবায়ন কমিটি গত ১ বছরে একটি মাত্র মিটিং করেছিল এবং সেখানে বাস্তবায়নের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়াই মিটিং শেষ হয়েছিল। এরপর দীর্ঘদিন যাবৎ মিটিং হবে হবে করেও হচ্ছে না। কেন মিটিং হচ্ছে না এর কোনো সদুত্তর কেউ জানেন না। এমনকি মন্ত্রীরা পর্যন্ত এ বিষয়ে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। পরিচয় জানাতে অনিচ্ছুক মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, রিপোর্টের কোনো কোনো প্রস্তাবের ব্যাপারে স্বয়ং সরকারের শীর্ষস্থানেও মতভেদ রয়েছে। এবং ইচ্ছা করেই মিয়া শিক্ষা কমিশনকে আটকে রাখা হয়েছে।

মাহমুদ রাজু